মুয়াত্তা মালিক

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৫৩

৩১. ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় (كتاب البيوع)

পরিচ্ছেদঃ ২৯. কুকুরের মূল্য প্রসঙ্গ

بَاب مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

আরবী

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ رَشْوَتُهُ وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ

قَالَ مَالِك أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي وَغَيْرِ الضَّارِي لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

বাংলা

রেওয়ায়ত ৬৯. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর মাহর এবং ভবিষ্যদ্বক্তার উৎকোচ হইতে। ইহার অর্থ এই ব্যভিচারিণীর মাহর যাহা তাহাকে ব্যভিচারের বিনিময়ে দেওয়া হয় তাহা, আর (زبزه) ভবিষ্যদ্বক্তার[1] “হুলওয়ান" হইতেছে উহার উৎকোচ যাহা ভাগ্য গণনা করার জন্য তাহাকে দেওয়া হয়।

মালিক (রহঃ) বলেনঃ শিকারী এবং অশিকারী উভয় প্রকারের কুকুরের মূল্য হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

English

Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Abu Bakr ibn Abd ar-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham from Abu Masud al-Ansari that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade the sale price of a dog, the earnings of a prostitute and the earnings of a fortune teller.

By the earnings of a prostitute he meant what a woman was given for fornication. The earnings of a fortune teller were what he was given to tell a fortune.

Malik said, "I disapprove of the price of a dog, whether it is a hunting dog or otherwise because the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade the price of a dog."

ফুটনোট

[1] (كاهن)—যে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা এবং অদৃশ্য জগতের খবর বলে তাহাকে কাহিন বলা হয়। ইহা ছাড়াও জাহিলী যুগে অনেক রকমের কাহানত প্রচলিত ছিল, কেহ বলিত আমার বাধ্যগত জিন আছে, যে অনেক গোপন খবর আমার নিকট পৌছায়, কেহ দাবি করিত – সে তার বুদ্ধি বিচক্ষণতার দ্বারা অদৃশ্য জগতের অনেক খবর বলিয়া দিতে পারে। কেহ বলিত, আলামত দেখিয়া সে অনেক কিছু বলিয়া দিতে সক্ষম, যেমন কে চুরি করিয়াছে, কে ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি খবর। এই জাতীয় কাহিনকে আররাফ বলা হয়। আর কেহ দৈবজ্ঞকেও কাহিন বলিয়া থাকে। হাদীসে বর্ণিত কাহিন শব্দ উপরিউক্ত সকল প্রকারের কাহানতকে শামিল করিয়াছে অর্থাৎ যাবতীয় কাহানতই হাদীসের শব্দের আওতাভুক্ত হইবে এবং হারাম বলিয়া গণ্য হইবে।—আওজাবুল মাসালিক।

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্ণনাকারীঃ আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=74250

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন